কেলি মিউরিয়েটিকাম

Kali Muriaticum

পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা ক্লোরাইড অব পটাশ ইহার নামান্তর। সংক্ষেপে ইহাকে কেলি মিউর (Kali Mur) বলে। K. M. দ্বারা সাংকেতিক নাম বুঝায়।

সাধারণ লক্ষণ ঃ—

সকল অসুখেরই দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি মিউর উপকারী। প্রথম অবস্থায় যেমন ফেরামফস সেইরূপ দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি মিউর উপযোগীতার সহিত ব্যবহৃত হয়। প্রদাহের পরেই ইহার

প্রয়োজন। উপযুক্ত দুইটি ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সবচেয়ে বেশী উপকার পাওয়া যায়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন শরীরে রস সঞ্চয় হয় তখন কেলি মিউর দ্বারা খুব উপকার হইয়া থাকে। রসের উপরই ইহার ক্রিয়া প্রধান।

ব্রণ, বাঘী, ফোঁড়া, নিউমোনিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগে প্রাদাহিক অবস্থার পর যখন রস সঞ্চার হইতে থাকে তখন ইহার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিবেন। জিহ্বায় সাদা ময়লা জমিলে সাদা স্রাব কোন স্থান হইতে নির্গত হইলে, সাদাবর্ণের মলত্যাগ হইতে থাকিলে কেলি মিউর প্রয়োগ করিবেন।

যকৃতের দোষ ঘটিলে ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কোন স্থান ফুলিলে যদি সেই স্থান নরম হয় তবে কেলি মিউর ব্যবহার করিবেন। ক্যালিফ্লোর ইহার বিপরীত অবস্থা জ্ঞাপন করে অর্থাৎ ফোলাস্থান শক্ত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বসন্ত রোগের প্রধান ঔষধ কেলি মিউর ; ইহা উক্ত রোগে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অতি উপযোগীতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিত্তবিকৃতি, আমাশয়, মেহ, প্রমেহ, গর্ম্মী প্রভৃতি পীড়ার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে ইহার প্রধান ঔষধ।

টীকা দেওয়ায় কুফল ফলিলে এই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। ইহা দ্বারা টীকা দেওয়ার পরে চর্ম্মরোগ হইলে তাহাও আরোগ্য হয়।

মানসিক লক্ষণ ঃ—

কখনও দুঃখিত ভাব কখনও আনন্দের ভাব এই ঔষধের প্রধান মানসিক লক্ষণ।

রোগী সর্বদাই মনে করে যে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, না খাইয়াই তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে।

দৈহিক লক্ষণ ঃ—

মস্তক ঃ—যকৃত পীড়ার জন্য মস্তক আক্রান্ত হইলে, মাথায় খুস্কী হইলে, সাদা মামড়ী পড়িলে ও প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কেলি মিউর প্রধান ঔষধ। জিহ্বায় সাদা ময়লা থাকিলেই ইহা ব্যবহার্য্য। শিশুদের পীড়ায় ইহা উপযোগী।

দন্ত ঃ—দাঁতের গোড়া ফুলিলে, পূঁজ হইবার আগে ফেরামফসসহ এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার হইবে। পূঁজ হইবার পর সাইলিসিয়া সহ ব্যবহার্য। ইহা স্ফীতস্থানের রস শোষণ করিরা অদ্ভুতভাবে রোগ আরোগ্য করে।

গলা ঃ—জিহ্বা শ্বেত ময়লাবৃত, টনসিল বৃদ্ধি, গলার ভিতর ঘা, শ্বাস গ্রহণে কষ্টবোধ, তরল দ্রব্যও গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপকারী।

ডিপ্‌থিরিয়ার ইহা প্রধান ঔষধ। ফ্যারিংসের প্রদাহ গলনলীর স্ফীতি ও সাদা দাগ দেখা দিলে ইহা ব্যবহার করিবেন। উপদংশজনিত গলক্ষতে ঘা হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ।

চক্ষু ঃ—দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ। সাদাবর্ণের পিচুটি পড়া, শ্বেতবর্ণের পূঁজ লম্বা হইয়া হাতে লাগিয়া বাহির হইলে কেলি মিউর দিবেন।

নাসিকা :—শুষ্ক সর্দ্দি, নাক ভারবোধ, মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে ও গাঢ় সর্দ্দি নাক হইতে নির্গত হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

সর্বদাই রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা ব বহার্য।

কান :—কান কালা হইবার উপক্রম হইলে কানে পূঁজ জন্মিলে, কর্ণমূল ফুলিলে, কান হইতে সাদা পূঁজ বাহির হইতে থাকিলে ইহা ব্যবহার করিবেন। প্রথম হইতে ইহা ব্যবহারে কান আর কালা হইবে না। কান কালা হইলে ইহা ব্যবহারে উপকার হইবে।

পেট :—লিভারের পীড়া. কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বা শ্বেত ময়লাবৃত সাদা বা কাদার মত পায়খানা হইলে ইহা ব্যবহার করিবেন। ইহা কোষ্ঠ সর্বদাই পরিষ্কার রাখে, এস্থলে ৪ গ্রেণ মাত্রায় ইহা ব্যবহার্য। ইহা অজীর্ণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তৈলাক্ত, গুরুপাক ভোজনে অম্বল হইলে, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পেটের পীড়া হইলে ইহা ব্যবস্থা করিবেন।

টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে জিহ্বায় সাদা ময়লা, মল সাদা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য, মুখদিয়া জলউঠা মুখে তিক্ত আস্বাদ হইলে ইহা উপযোগীতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

সাদা বা রক্তমিশ্রিত আমাশয়ে ইহা প্রধান ঔষধ। বারবার পায়খানার বেগ, অতিরিক্ত কোঁথ, গুহ্যে বেদনা পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা লক্ষণে ইহা ব্যবস্থা করিবেন। নূতন রোগে ইহা সমধিক উপযোগী।

শ্বাসযন্ত্র :—সকল প্রকার সর্দ্দি কাশি, শ্লেষ্মাস্রাব, হাঁচি, গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে, জিহ্বা সাদা ময়লাবৃত থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবেন। ফুসফুস প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার করিলে সুন্দরফল পাওয়া যায়। উচ্চ শব্দযুক্ত কাশি, পাকস্থলীর গোল-যোগ, স্বরভঙ্গ, বুকের মাঝে যাঁতা ঘুরানর মত ঘড়ঘড় শব্দ হইলে সাঁইসাঁই শব্দ, সাদা শ্লেষ্মা নির্গত, খুসখুসে কাশি, বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা সুন্দরফল প্রদান করে

জননেন্দ্রীয়—

১। পুং—সিফিলিস, গণোরিয়া, ধাতুগত রোগ, প্রমেহ প্রভৃতি যৌনব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। স্রাব বন্ধ হইয়া অণ্ডকোষ ফুলিলে ইহা উপকারী। সাদা পুঁজ বাহির হইতে থাকিলে এবং ফোলা থাকিলে ইহা ব্যবহার করিবেন। প্রমেহজনিত বাঘী বা ফোঁড়া হইলে নরম থাকিলে কেলি মিউর ; শক্ত হইলে ক্যাল-ফ্লোর ব্যবহার করিবেন।

জিহ্বায় সাদা ময়লা, স্রাব সাদা লক্ষণে সর্বদা ইহা ব্যবহার্য।

২। স্ত্রী—শ্বেতপ্রদর রোগে, সাদা স্রাব হইলে, যোনি-মুখে ঘা হইলে, মামড়ী পড়িলে ইহা উপকারী।

বহুদিন ঋতু বন্ধ থাকিলে বা শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইলে কাল চাপচাপ স্রাব হইলে ইহা ব্যবহার করিবেন।

জ্বর :—প্রত্যেক জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। জ্বর সর্দ্দি, কাশি, বুকে ব্যথা, জিহ্বায় সাদা ময়লা, কোষ্ঠবদ্ধ বা

উদরাময়, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণে ইহা সর্বদা ব্যবহার্য। টাইফয়েড নিউমোনিয়া, সবিরাম জ্বর, অবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর প্রভৃতিতে খুব উপকারী।

প্রথম অবস্থায় ফেরামফসসহ ব্যবহৃত হয়। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ও স্থির হইয়া থাকিলে এবং গরমে উপশম, ইহার প্রধান লক্ষণ।

শক্তি :—৩X, ৬X, ১২X উপকারী।

আমাশয়, সিফিলিস, গণোরিয়া রোগে ৩X, কোষ্ঠবদ্ধে ৬X, লিভারের পীড়ায় ১২X, বাহ্যিক ৩X সর্বদা ব্যবহৃত হয়।

উপদেশ :—প্রত্যেক রোগের দ্বিতীয় অবস্থায়, জিহ্বা সাদা ময়লাযুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় লক্ষণ দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিবেন (ইহা ক্ষয়পূরক ঔষধ)।

—::—